

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা কাণ্ডারী হয়ে এসেছেন তোমাদের সকলের জীবন রূপী নৌকাকে বিষয় বৈতরণী থেকে নির্গত করে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যেতে, তোমাদের এখন এই পার থেকে ওই পারে যেতে হবে"

প্রশ্ন : - বাচ্চারা, তোমরা প্রত্যেকেরই পার্ট দেখে কারোরই নিন্দা করতে পারো না -- কেন ?

উত্তর : - কেননা তোমরা জানো যে, এ হলো সম্পূর্ণ বানানো নাটক, এখানে প্রত্যেক অভিনেতা তার নিজের - নিজের অভিনয় করছে । কারোরই কোনো দোষ নেই । এই ভক্তিমার্গও আবার পাস করতে হবে, এতে সামান্যতম পরিবর্তন হতে পারে না ।

প্রশ্ন : - কোন্ দুটি শব্দে সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞান নিহিত আছে ?

উত্তর : - আজ আর কাল । কাল আমরা সত্যযুগে ছিলাম, আজ ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করে নরকে এসেছি, কাল আবার স্বর্গে যাবো ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এখন সামনে বসে আছে, ওরা যেখান থেকে আসে, ওখানে যখন নিজের সেন্টারে থাকে, তো তখন এমন বুঝতে পারবে না যে আমরা উঁচুর থেকে উঁচু বাবার সম্মুখে বসে আছি । তিনিই আমাদের শিক্ষক, আবার তিনিই আমাদের জীবন রূপী নৌকাকে পারে নিয়ে যান, যাঁকে গুরু বলা হয় । এখানে তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা সম্মুখে বসে আছি, তিনি আমাদের বিষয় সাগর থেকে নির্গত করে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যান । পারে নিয়ে যাওয়া বাবা সম্মুখে বসে আছে, তিনি সেই এক শিববাবার আত্মা, যাঁকে সুপ্রীম অথবা উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান বলা হয় । বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝতে পারো, আমরা উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান শিববাবার সামনে বসে আছি । তিনি এই ব্রহ্মার শরীরে বসে আছেন, তিনিই তোমাদের পারে নিয়ে যান । তাঁর তো শরীর রূপী রথ অবশ্যই প্রয়োজন । না হলে তিনি শ্রীমত কিভাবে দেবেন ? বাচ্চারা, তোমরা এখন নিশ্চিত যে - বাবা আমাদের যেমন বাবা, তেমনই শিক্ষকও, আবার তিনিই পারে নিয়ে যান । আমরা আত্মারা এখন আমাদের নিজের ঘর শান্তিধামে যাবো । ওই বাবা আমাদের পথ বলে দিচ্ছেন । ওখানে সেন্টারে বসা আর এখানে সম্মুখে বসার মধ্যে রাত - দিনের তফাৎ । ওখানে এমন বুঝতে পারবে না যে, আমরা সম্মুখে বসে আছি । এখানে সমস্ত অনুভব আসে । আমরা এখন পুরুষার্থ করছি । যিনি পুরুষার্থ করান, তাঁর তো খুশীই থাকবে । আমরা এখন পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছি । নাটকের অভিনেতার যেমন বুঝতে পারে, এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে । বাবা এখন এসেছেন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের নিয়ে যেতে । তিনি এও বোঝান, তোমরা কিভাবে ঘরে ফিরে যেতে পারো, তিনি যেমন বাবাও, তেমনই নৌকা পারকারী কাণ্ডারীও । যদিও ওরা গান গেয়ে থাকে তবুও কিছুই বুঝতে পারে না যে, নৌকা কাকে বলা হয়, এই শরীরকে কি নিয়ে যাবে ? বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, আমাদের আত্মাকে তিনি পারে নিয়ে যান । আত্মা এখন এই শরীরের সঙ্গে এই বেশ্যালয়ের বিষয় বৈতরণী নদীতে পড়ে আছে । আমরা প্রকৃতপক্ষে শান্তিধামের অধিবাসী ছিলাম, আমাদের পারে নিয়ে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ ঘরে নিয়ে যাবার জন্য বাবাকে পেয়েছি । তোমাদের রাজধানী ছিলো, যা মায়া রাবণ সম্পূর্ণ ছিনিয়ে নিয়েছে । ওই রাজধানী আবার অবশ্যই ফিরিয়ে নিতে হবে । অসীম জগতের

পিতা বলেন - বাচ্চারা, এখন তোমাদের ঘরকে স্মরণ করো । ওখানে গিয়ে আবার তোমাদের ক্ষীর সাগরে আসতে হবে এ হলো বিষ সাগর, ওখানে হলো ক্ষীরের সাগর আর মূল বতন হলো শান্তির সাগর । এই তিন ধাম । এ তো হলো দুঃখ ধাম ।

বাবা বোঝান -- মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । কে তোমাদের বলছেন, তিনি কার দ্বারা বলেন ? সারাদিন 'মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চা' বলতে থাকেন । এখন তোমাদের আত্মা পতিত, তাই শরীরও এমনই পাবে । এখন তোমরা বুঝতে পারো, আমরা পাকা সোনার গয়না ছিলাম, এরপর খাদ পড়তে পড়তে নকল হয়ে গেছি । এখন এই খাদ কিভাবে নির্গত হবে, তাই এই হলো স্মরণের যাত্রার ভাঙি । অগ্নিতে সোনা তো পাকা হয়, তাই না । বাবা বার বার বোঝান, এই বোঝানো, যা আমি তোমাদের দিই, প্রতি কল্পে আমি তা দিয়ে এসেছি । এ আমার পার্ট, আবার পাঁচ হাজার বছর পরে এসে বলি, বাচ্চারা, তোমরা পবিত্র হও । সত্যযুগেও তোমাদের আত্মা পবিত্র ছিলো, শান্তিধামেও পবিত্র আত্মারাই থাকে । সে তো হলো আমাদের ঘর । কতো মিষ্টি ঘর । যেখানে যাবার জন্য মানুষ কতো মাথা ঠুকতে থাকে । বাবা বোঝান যে, এখন সবাইকে যেতে হবে, তারপর আবার অভিনয় করার জন্য আসতে হবে । এ তো বাচ্চারা বুঝেছেই । বাচ্চারা যখন দুঃখী হয় তখন বলে - হে ভগবান, আমাকে তোমার কাছে নাও । আমাকে এখানে দুঃখে কেন ফেলে রেখেছো । তারা জানে যে, বাবা পরমধামে থাকেন । তাই বলে - হে ভগবান, আমাকে পরমধামে ডেকে নাও । সত্যযুগে কিন্তু এমন কথা বলবে না । ওখানে তো কেবল সুখই সুখ । এখানে তো অনেক দুঃখ, তাই তো ডাকে - হে ভগবান ! আত্মার তো স্মরণ থাকে কিন্তু ভগবানকে সম্পূর্ণ জানেই না । বাচ্চারা, এখন তোমরা বাবার পরিচয় পেয়েছো । বাবা থাকেন পরমধামে । মানুষ তার ঘরকেই মনে করে । এমন কখনোই বলবে না যে, রাজধানীতে ডাকো । রাজধানীর জন্য কখনোই বলবে না । বাবা তো রাজধানীতে থাকেনও না । তিনি শান্তিধামে থাকেন । সকলেই শান্তি কামনা করে । পরমধামে ভগবানের কাছে তো অবশ্যই শান্তি থাকবে, যাকে মুক্তিধামও বলা হয় । সে হলো আত্মাদের থাকার জায়গা, যেখান থেকে আত্মারা আসে । সত্যযুগকে ঘর বলা হবে না, সে হলো রাজধানী । এখন তোমরা এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছো । এখানে এসে সামনে বসেছো । বাবা তোমাদের সঙ্গে 'বাচ্চা - বাচ্চা' বলে কথা বলেন । তিনি বাবার রূপে তোমাদের 'বাচ্চা - বাচ্চা' বলে ডাকেন, আবার শিক্ষক হয়ে সৃষ্টিচক্রের আদি - মধ্য - অন্তের রহস্য অথবা হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি বুঝিয়ে বলেন । এইসব কথা কোনো শাস্ত্রে নেই । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, মূলবতন হলো আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ঘর । সূক্ষ্মবতন হলো দিব্যদৃষ্টির ব্যাপার । বাকি সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর আর কলিযুগ তো এখানেই হয় । তোমরা অভিনয়ও এখানেই করো । সূক্ষ্মবতনে কোনো অভিনয় হয় না । এ হলো সাক্ষাৎকারের কথা । কাল আর আজ - এ কথা তো খুব ভালোভাবে বুদ্ধিতে থাকা উচিত । কাল আমরা সত্যযুগে ছিলাম তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে আজ এই নরকে এসেছি । বাবাকে এই নরকেই ডাকা হয় । সত্যযুগে তো অগাধ সুখ থাকে তাই কেউ সেখানে বাবাকে ডাকেই না । এখানে তোমরা শরীরে আছো, তাই কথা বলো । বাবাও বলেন - আমি সর্বজ্ঞ, অর্থাৎ এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানি, কিন্তু কিভাবে তা তোমাদের শোনাবো ! এ তো চিন্তা করার মতো কথা, তাই লেখা আছে - বাবা রথের ( শরীর ) সাহায্য নেন । তিনি বলেন, আমার জন্ম তোমাদের সদৃশ্য নয় । আমি ঐর মধ্যে প্রবেশ করি । তিনি এই রথেরও পরিচয় দেন । এই আত্মাও নাম - রূপ ধারণ করতে করতে তমোপ্রধান হয়ে গেছে । এই সময় সকলেই শিশু কারণ তারা বাবাকেই জানে না । তাই সকলেই বালক - বালিকা

হয়ে গেলো । নিজেদের মধ্যে তারা যখন লড়াই করে তখন তো বলে ----তোমরা ছেলে - মেয়েরা, লড়াই ঝগড়া কেন করছে ? বাবা তাই বলেন, আমাকে তো সবাই ভুলে গেছে । আত্মাকেই বালক - বালিকা বলা হয় । লৌকিক বাবাও এমন বলেন, অসীম জগতের বাবাও বলেন, ছেলে - মেয়েরা, তোমাদের অবস্থা এমন কেন ? তোমাদের মতো অনাথদের এমন কি কেউ নেই যিনি তোমাদের বাবা মা ? তোমরা অসীম জগতের বাবাকে পেয়েছো, যিনি তোমাদের স্বর্গের মালিক করেন, যাঁকে তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে ডেকে এসেছো, তাঁর জন্য মানুষ বলে, তিনি নুড়ি - পাথরে আছেন । বাবা এখন তোমাদের সামনে বসিয়ে বোঝাচ্ছেন । বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, আমরা বাবার কাছে এসেছি । এই বাবাই আমাদের পড়ান । আমাদের জীবন রূপী নৌকাকে তিনিই পারে নিয়ে যান, কেননা এই নৌকা অনেক পুরানো হয়ে গেছে । তাই বলা হয়, একে পার করো আর আমাদের নতুন দাও । এই পুরানো শরীর হলো বিপদজনক । কোথায় রাস্তায় অসুস্থ হয়ে যায় বা দুর্ঘটনা হয়ে যায় । তাই তোমরা বলো, আমাদের এই শরীর রূপী নৌকা পুরানো হয়ে গেছে, এখন আমাদের নতুন দাও । এই শরীরকে বস্ত্রও বলা হয় আবার নৌকাও বলা হয় । বাচ্চারা বলে - বাবা, আমাদের তো লক্ষ্মী - নারায়ণের মতো শরীর চাই ।

বাবা বলেন - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা স্বর্গবাসী হতে চাও ? প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর তোমাদের এই বস্ত্র পুরানো হয় । তখন আমি আবার নতুন প্রদান করি । এ হলো আসুরী বস্ত্র । আত্মাও এখন আসুরী । মানুষ যখন গরীব হয় তখন বস্ত্রও তো গরীবদেরই পরিধান করবে । বিত্তবান হলে বস্ত্রও বিত্তবানদেরই পরিধান করবে । এই কথা এখন তোমরাই জানো । এখানে তোমাদের এই নেশা থাকে যে, আমরা কার সামনে বসে আছি । সেন্টারে যখন তোমরা থাকো, তখন তোমাদের এই অনুভূতি আসবে না । এখানে সামনে বসে থাকলে অনেক খুশী হয়, কেননা বাবা প্রত্যক্ষভাবে বসে বোঝান । এখানে কেউ বোঝাতে থাকলে বুদ্ধিযোগ কোথায় না কোথায় ভাগতে থাকবে । বলা হয় না --অপ্রয়োজনীয় কাজে আটকে গেছে । সময় কোথায় পাবে ? আমি এখন তোমাদের বোঝাচ্ছি । তোমরাও বুঝতে পারো - বাবা এই মুখের দ্বারা আমাদের বোঝান । এই মুখেরও কতো মহিমা । মানুষ গোমুখের থেকে অমৃত পান করার জন্য কোথায় না কোথায় গিয়ে ধাক্কা খায় । তারা কতো পরিশ্রম করে যায় । মানুষ বুঝতেই পারে না যে, এই গোমুখ কি ? কতো বড় বুদ্ধিমান ব্যক্তিও ওখানে যায়, এতে লাভ কি ? আরো বেশী করে সময় নষ্ট হয় । বাবা বলেন, এই সূর্যাস্ত আদি কি দেখবে ? এতে তো কোনো লাভই নেই । লাভ একমাত্র এই ঈশ্বরীয় পড়াতেই হয় । গীতাতে তো পড়াই আছে, তাই না । গীতাতে কোনো হঠযোগ ইত্যাদির কথা নেই । ওখানে তো রাজযোগ আছে । তোমরা এখানে এসেছো রাজস্ব নেওয়ার জন্য । তোমরা জানো যে, এই আসুরী দুনিয়ায় তো কতো লড়াই - ঝগড়া ইত্যাদি আছে । বাবা তো আমাদের যোগবলের দ্বারা পবিত্র করে এই বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন । দেব - দেবীদের হতে অস্ত্র - শস্ত্র দিয়ে দিয়েছে কিন্তু এখানে অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদির কোনো কথা নেই । কালীকে দেখো, কতো ভয়ানক তৈরী করে দিয়েছে । এই সবই তারা নিজের মনের ভ্রান্তিতে বসে বসে বানিয়েছে । দেবীরা এমন ৪ বা ৮ হাতের হয়ই না । এ সবই হলো ভক্তিমার্গের । বাবা তাই বোঝান - এ হলো অসীম জগতের নাটক । এখানে কারোরই কোনো নিন্দা ইত্যাদির কথা নেই । এই অনাদি নাটক বানানো আছে । এতে কিছুই তফাৎ হয় না । গুণ কাকে বলা হয় আর ভক্তি কাকে বলা হয় - এ কথা বাবাই বোঝান । তবুও তোমাদের ভক্তিমার্গ থেকেই পাস করতে হয় । এমনভাবেই তোমরা আবার ৮৪ জন্মের চক্র ঘুরতে ঘুরতে নীচে আসবে । এ হলো অনাদি বানানো এক খুব সুন্দর নাটক, যা বাবা

তোমাদের বোঝান। এই নাটকের রহস্য বুঝতে পারলে তোমরা এই বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। এ তো আশ্চর্যের, তাই না। ভক্তি কিভাবে চলে আর গুণ কিভাবে চলে, এই খেলা অনাদি কাল ধরেই বানানো আছে। এতে কোনো পরিবর্তন হওয়াই সম্ভব নয়। ওরা তো বলে দেয়, ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছে, জ্যোতি জ্যোতিতে মিলিয়ে গেছে, এ হলো সঙ্কল্পের দুনিয়া, যার মনে যা আসে, তাই বলতে থাকে। এ তো বানানো এক খেলা। মানুষ তো বায়োস্কোপ দেখে আসে। তাকে কি সঙ্কল্পের খেলা বলা হবে? বাবা বসে বোঝান - বাচ্চারা, এ হলো অসীম জগতের নাটক যা আবার হুবহু রিপিট হবে। বাবা এসেই এই গুণ দান করেন, কেননা তিনি হলেন সর্বগুণ। তিনি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, তিনি চৈতন্য, তাঁর মধ্যেই সম্পূর্ণ গুণ আছে। মানুষ তো লাথ বছরের আয়ু লিখে দিয়েছে। বাবা বলেন, সৃষ্টির আয়ু এতো হতেই পারে না। বায়োস্কোপ যদি লাথ বছরের হয়, তাহলে কোনো মানুষের বুদ্ধিতেই তা টিকতে পারবে না। তোমরা তো সম্পূর্ণ বর্ণনা করো। লাথ বছরের কথা কিভাবে বর্ণনা করবে। তাই সে সব হলো ভক্তিমার্গের কথা। তোমরাই ভক্তিমার্গে অভিনয় করে এসেছো। নানারকম দুঃখ ভোগ করে করে এখন অস্তিম সময়ে এসে পৌঁছেছো। সম্পূর্ণ বৃষ্টির এখন জর্জরিভূত অবস্থা। এখন তোমাদের ওখানে ফিরে যেতে হবে। তাই নিজেকে হালকা করো। ইনিও তো নিজেকে হালকা করে দিয়েছেন, তাই না। তাই সমস্ত বন্ধন যেন ছিন্ন হয়ে যায়। না হলে সন্তান, অর্থ, ব্যবসা, ক্রেতা, রাজা এবং রাজসম্পদ সবই স্মরণে আসবে। এইসব কাজ যখন ছেড়েই দিয়েছো তখন স্মরণে কেন আসবে? এখানে তো সবকিছুই ভুলে যেতে হবে। এদের ভুলে ঘর আর রাজধানীকে স্মরণ করতে হবে। শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। শান্তিধাম থেকে আমাদের আবার এখানে আসতে হবে। বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, একেই যোগ অগ্নি বলা হয়। এ তো রাজযোগ, তাই না। তোমরা হলে রাজাশ্বি। পবিত্রকেই শ্বি বলা হয়। তোমরা পবিত্র হও এই রাজত্ব পাওয়ার জন্য। বাবাই তোমাদের সব সত্য বলেন। তোমরাও বুঝতে পারো যে, এ হলো নাটক। সব অভিনেতাদের অবশ্যই এখানে থাকা উচিত। এরপর বাবা সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। এ তো ঈশ্বরের বরযাত্রী, তাই না। ওখানে বাবা আর বাচ্চারা থাকে, তারপর এখানে আসে অভিনয় করতে। বাবা তো সর্বদাই ওখানে থাকেন। আমাকে সবাই দুঃখের সময়ই স্মরণ করে। ওখানে আমি কি করবো। তোমাদের শান্তিধাম আর সুখধামে পাঠিয়েছি বাকি আর কি চাই। তোমরা সুখধামে ছিলে, বাকি আত্মারা সবাই শান্তিধামে ছিলো, তারপর নম্বর অনুযায়ী আসতে লাগে। এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, এখন আর গাফিলতি করো না। তোমাদের তো অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। বাবা বলেন, ড্রামা অনুসারে এই অভিনয়ও হয়ে চলেছে। ড্রামা অনুসারে তোমাদের জন্যই আমি কল্প - কল্প আসি। নতুন দুনিয়াতে এখন যেতে হবে, তাই না। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা - বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।  
আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মূখ্য সার :-

১ ) এখন এই সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ পুরানো, জরাজীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। আত্মাকে আবার ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই নিজেকে সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করে হালকা করে নিতে হবে। বুদ্ধির সাহায্যে এখানকার সবকিছুই ভুলে যেতে হবে।

২ ) অনাদি এই ড্রামাকে বুদ্ধিতে রেখে কোনো অভিনেতার নিন্দা করা উচিত নয় । এই নাটকের রহস্যকে বুঝে বিশ্বের মালিক হতে হবে ।

বরদান :-- বুদ্ধির সঙ্গ আর সহযোগিতার হাতের দ্বারা আনন্দের অনুভবকারী খুশীর সৌভাগ্যের অধিকারী আত্মা ভব

সহযোগের নিদর্শন যেমন হাতে হাত দেখানো হয় । তেমনই বাবার সদা সহযোগী হওয়া - এই হলো হাতে হাত আর সদা বুদ্ধির সঙ্গে সাথে থাকা অর্থাৎ মনের একাগ্রতায় বাবার সঙ্গে মগ্ন । সর্বদা এই স্মৃতি যেন থাকে যে, এই ঈশ্বরীয় বাগানে হাতে হাত রেখে একসাথে চলছি । এতে সদা আনন্দে থাকবে, সদা খুশী আর সম্পন্ন থাকবে । এমন খুশীর ভাগ্যের অধিকারী আত্মারাই সদা মস্তিতে আনন্দের অনুভব করে ।

স্লোগান :-- শুভেচ্ছার খাতা জমা করানোর উপায় হলো - সন্তুষ্ট থাকা আর সন্তুষ্ট করা ।